রাজকুমারী ১

# দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল

ড. করম হোসাইন শাহরাহি

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
[অনূদিত]

AHSAN PUBLICATION

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১

# মন্দিরের নরপিশাচ

বিমলা আঁচলের কোণ দিয়ে চোখ মুছে বলতে শুরু করলো–

'পিতাজি! আমি বুকভরা আশা নিয়ে এখান থেকে রওনা হয়েছিলাম। দেবী চয়ন পর্বটি আমি একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ মনে করতাম। জগন্নাথ মন্দিরে আরতি ও অর্চনার মেলায় অংশ নেয়ার জন্য আসাম, নেপাল, ভুটান, বাংলা ও হিন্দুস্তানের দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী নিজ নিজ এলাকার সুন্দরী কুমারী কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে সমবেত। তুমি তো বেশ ক'বার জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের যাত্রায় গিয়েছিলে। তোমার জানার কথা, দেবতার মন্দির কতো বিশাল ও প্রশস্ত এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। বাহির থেকে দেখতে কেল্লার মতো মনে হয়। মন্দিরটি বেশ উঁচু উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। যাত্রীদের অবস্থানের জন্য স্থানে স্থানে তাঁবু টানানো ছিলো। রাত-দিন হই-হুল্লোড়। উল্লাসের চেঁচামেচি। চতুর্দিকে আনন্দের বন্যা।

অনবরত চার দিন ধরে মন্দিরের মহাত্মা দেবী বাছাইয়ের জন্য মেয়েদের দেখে যাচ্ছিলেন। তিনি এক-একজন মেয়েকে কয়েকবার করে দেখেছেন। শেষে পঞ্চম দিনে তিনি প্রায় পনেরো জন মেয়েকে এক জায়গায় সমবেত করলেন। এরপর এক মহাদেব বললেন– 'কুমারী কন্যারা! তোমরা হাজারো মেয়ের মধ্যে সেরা সুন্দরী। কিছুক্ষণ পরেই মহাত্মাজি আসবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কোনো একজনের গলায় দেবতা ভগবানের দেবী হওয়ার স্মারকস্বরূপ মূলবান মুকুট পরিয়ে দেবেন।'

মহাদেবরা একদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের মন্দিরের ভেতরের দরজার সামনে রুপার সিংহাসনের ওপর বসানো হয়। কামিনী আমার সাথেই বসা ছিলো। আমাদের চেহারায় ফুলের রঙ ছড়ানো।

দেবতা মহারাজের মন্দিরের দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে আসে। মহাত্মাকে দেখা যায় দরজার সামনে। তার পেছনে দেবদাসীদের আনন্দ-উল্লাস। আমাদের মন অস্থির। হৃৎকম্পনে জলতরঙ্গের মতো এক পবিত্র অনুভূতির ছাপ ছিলো।

মহাত্মাজিকে দেখতেই আমরা সব মেয়েই মাথা ঝুঁকিয়ে এবং হাত জোড় করে প্রণাম করি। একজন মহাদেব চৌকাঠে চড়ে মহাত্মার পা ছুঁয়ে বললেন– 'মহাত্মাজি! আমরা ভালো করে দেখেশুনে এই কুমারী কন্যাদের মনোনীত করেছি। এ বছর আগত সকল সুন্দরী ললনার মধ্যে এরা সবচেয়ে মোহনীয়, কোমল ও অধিক সুন্দরী।'

মহাত্মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের ওপর স্থির। আমাদের পেছনে হাজারো তীর্থযাত্রী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সর্বত্র পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিলো। শেষে চৌকাঠের নিচে সিঁড়িতে শোনা যায় মহাত্মার খড়মের খটখট শব্দ। মহাত্মাজির পেছনে পেছনে একজন দেবদাসীও সিঁড়ি থেকে নামছে। তার হাতে ছিলো সোনার পাত্র। মহাত্মা ধীর কদমে হেঁটে হেঁটে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেন– 'তোমার নাম কী? কোথা হতে এসেছো তুমি?'

তাঁর হাতের চাপ আমার আত্মা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। আমি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম– 'আমার নাম বিমলা, আমি ভদ্রেক গ্রাম থেকে এসেছি।'

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'জগন্নাথ দেবতা ভগবান এখনই আমার মাঝে জ্ঞান প্রকাশ করেছেন– দেবতা তোমার সঙ্গে লগ্নের সম্বন্ধ করবেন। তুমি জগন্নাথ দেবতা ভগবানের সুন্দরী দেবী!'

আনন্দের আতিশয্যে আমার মাথা নুয়ে পড়ে। দুই চোখে পরম শান্তি ও প্রত্যাশার দীপ জ্বলতে থাকে। মন্দিরের ভেতর ঘণ্টা বেজে ওঠে। রুপা ও কাঁসরের ছোট ছোট বাদ্যের ঝংকার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে সর্বত্র।

মহাত্মা আমার হাত ধরে মন্দিরের দরজার উঁচু চৌকাঠের ওপর নিয়ে আসেন এবং হাত উঁচিয়ে তীর্থযাত্রী ও পূজারিদের উদ্দেশ করে বলেন– 'জগন্নাথ দেবতা ভগবানের তীর্থযাত্রী ও পূজারিরা! মহাদেব ও

দেবদাসীরা! এই সুন্দরী নারী দেবতা ভগবানের দেবী। তার চরণতলে নুয়ে সকলে প্রণাম করো!'

হাজার হাজার মানুষের মাথা আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে। খোদ মহাত্মাও ঝুঁকে আমার চরণ স্পর্শ করেন। আমি তাকে ওঠানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বললাম– 'কী করছেন মহাপুরুষজি!'

মহাত্মা হাত জোড় করে বলেন– 'তুমি দেবতা ভগবানের দেবী। দেবতার অর্ধেক শক্তির মালিক তুমি। তুমি মহান। আমরা সকলেই তোমার সেবক।'

আমার চতুর্দিকে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। নিজেকে আমি আকাশের নীল সাগরে সাঁতার কাটতে থাকা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও মনোহর অনুভব করতে থাকি। রঙ-বেরঙের ফুলের বৃষ্টি বইতে থাকে আমার ওপর। অসংখ্য দেবদাসী আমার সামনে কাঁসা, ঘটি, বেহালা ও তবলা বাজিয়ে নেচে-গেয়ে যাচ্ছে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে পৌঁছে মহাত্মা একজন প্রৌঢ় দেবদাসীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'রেখাজি! সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তুমি দেবীকে বধূ হিসেবে সাজানোর জন্য বিশেষ কক্ষে নিয়ে যাও। তোমার তো জানা আছে, জগন্নাথ দেবতা ভগবান রাতের শেষ প্রহরের নিস্তব্ধতায় কুমারীর সাথে লগ্ন করা শুভ ও সমীচীন মনে করেন। এর পূর্বেই দেবীকে লগ্নের জন্য প্রস্তুত করে রাখা চাই।'

রেখা মাথা ঝুঁকিয়ে মহাত্মার চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে। এরপর হাত জোড় করে বলে– 'মহাত্মাজি চিন্তা করো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

এরপর রেখা আমার পা ছুঁয়ে হাত জোড় করে বললো– 'দেবীজি! আমার সঙ্গে এসো।'

আমি রেখার পেছনে পেছনে চললাম। কামিনী এগিয়ে এসে আমার কানে কানে মৃদুস্বরে বললো– 'বিমলা! আমার মনটা ঘাবড়ে আছে। মনে হচ্ছে, কোনো অঘটন ঘটতে যাচ্ছে।'

আমার অগ্রসরমান কদম কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায়। আমি বললাম– 'কামিনী! তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।'

রেখা পেছনে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন, দেবী?' আমি কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললাম– 'রেখা! এই হচ্ছে কামিনী। আমার বাল্যকালের সখী। আমি তাকে আমার সঙ্গে রাখতে চাই।'

রেখা বিরক্তিভরা চাহনিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো– 'দেবী! তুমি এখন আর সাধারণ মানুষ নও। তুমি তো জগন্নাথ দেবতা ভগবানের দেবী। জগৎ-সংসারের সাথে তোমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। দেবতা ভগবান ছাড়া অন্য কারও তোমার সাথে থাকবার কোনো অধিকার নেই।'

এরপর সে তির্যক দৃষ্টিতে কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'কামিনীজি! এখান থেকে চলে যাও। তুমিও বেশ সুন্দরী কুমারী নারী। তোমার রাতও রঙিন স্বপ্নে কাটবে। আমি ক'জন মহাদেবের দৃষ্টিতে তোমার জন্য কামনার ঢেকুর তুলতে দেখেছি।'

কামিনী রাগে-ক্ষোভে বললো– 'আমি দেবতা ভগবানের পূজার জন্য এসেছি! মন্দিরে আশ্রয় নেয়া ভয়াল হিংস্র হায়েনাদের নাপাক কামনা ও পাশবিক মনোবাসনা পূরণ করতে আসিনি! আমি পূতঃপবিত্র ও কুমারী নারী। আমি কাউকে আমার কোমল শরীর নিয়ে খেলা করতে দেবো না!'

'রাম রাম'... রেখা কানে হাত দিয়ে অবজ্ঞার সুরে বললো– 'তুমি মহাদেবদের হিংস্র হায়েনা বললে? তুমি পাপী, তুমি বিধর্মী নাস্তিক! আমি তোমাকে সৌম্য করলাম, এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও! কোনো পূজারি যদি তোমার ভাষণ শুনে ফেলে, তাহলে তোমার শবদেহ এখান থেকে যাবে।... ' এরপর সে কাছ দিয়ে যাওয়া একজন পূজারিকে ইশারা করে বললো– 'এই মেয়েকে মন্দিরের বাইরে বের করে দাও।'

ক্ষোভে ফেটে পড়া কামিনী বললো– 'বাইরে যাওয়ার রাস্তা আমি ভালো করেই চিনি। আমি নিজেই চলে যাবো। কারো সহায়তার প্রয়োজন নেই।'

রেখা বললো– 'ঠিক আছে, চলে যাও।'

কামিনী ফিরে যাবার সময় বললো– 'শোনো রেখা! বিমলা দেবী আমার সখী। তার যদি কিছু হয় কিংবা কেউ যদি তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাহলে আমি ক্ষমা করবো না। আমি ভদ্রেকের সরদার অজিতের বোন!'

'যাও যাও!' রেখা রাগতস্বরে বললো– 'এখানে অসংখ্য অজিত মাথা ঠেকাতে আসে। এটা দেবতা ভগবানের মন্দির, কোনো সরদারের অন্দরমহল নয়!'

আমি হতাশা আর দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবে গেলাম। আমার সামনে দূরে বহু দূরে কেবলই অবিশ্বাসের ছায়া ঘনীভূত হতে থাকে। বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম।

রেখা আমার হাত ধরে বললো– 'মনটাকে ময়লা করবে না, দেবী। তুমি মহান শক্তিশালী দেবতার দেবী হয়ে গেছো। জগন্নাথ দেবতার সাথে তোমার সম্বন্ধ হতে যাচ্ছে। জীবনের এক নতুন পথের পথিক তুমি। তোমার আত্মায় জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত বিকাশমান হবে। তোমার সখীর কথায় ভ্রূক্ষেপ কোরো না।'

রেখার পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বেশ ক'টি কক্ষ অতিক্রম করে বিশাল প্রশস্ত ও দৃষ্টিনন্দন এক কক্ষে এসে পৌছালাম। সূর্য এখনো অস্ত যায়নি, কিন্তু এখানে ভীষণ অন্ধকার। ফানুস ও মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। কক্ষটির পরিবেশ বেশ ভয়াল ও জাদুমন্ত্রের মতো মনে হচ্ছিলো। এখানে চার-পাঁচজন দেবদাসী আগে থেকেই অবস্থান করছে।

রেখা তাদের উদ্দেশ করে বললো– 'দেবীকে দেবতা ভগবানের লগ্নের জন্য উত্তমরূপে সাজিয়ে রাখো।'

এক দেবদাসী আমার চরণযুগল ছুঁয়ে বললো– 'দেবীজি! তুমি তো সাজানোর আগে থেকেই সুন্দরী। পূর্ণিমার চাঁদের মতো কোমল ও মোহিনী তোমার অঙ্গ।'

'তা তো ঠিক আছে, তার পরও মহাত্মাজির নির্দেশ।' রেখা বললো।

... আমাকে একটি স্নানাগারে নিয়ে স্নান করিয়ে দেয়ার পর সোনালিরঙা পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়। পোশাকটি এতো সুন্দর ছিলো যে, এতে আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিলো। আমি অসম্মতি জানালে রেখা বললো– 'দেবীজি! এখানে অসম্মতি চলে না। এখানে সকল কর্মকাণ্ড দেবতা ভগবানের ইচ্ছে অনুযায়ী হয়ে থাকে। দেবীকে এমন পোশাকই পরতে হয়। অর্ধরাতে তোমাকে এই পোশাকের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হবে।'

আমি বিস্মিত সুরে বললাম– 'এর কী মানে?'

রেখা আমার কপালে রাখি মেখে বললো– 'তোমার যৌবন দেবতার পবিত্র আমানত।'